[illegible] 67

18 NOV 1991

তারিখ 18 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

২৬

সন্ত্রাস বন্ধে যৌথ উদ্যোগ

বরগুনার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, এলাকার সকল ধরনের সন্ত্রাস দমন, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি না করা এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নে বরগুনার সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এক যৌথ ঘোষণায় সই করেছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ বরগুনা শহর ও বিভিন্ন এলাকায় লাগাতার সন্ত্রাস ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি দেখা দিলে বরগুনার জেলা প্রশাসক স্থানীয় পর্যায়ের সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও যুব সংগঠন এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্প্রতি এক সভা আহবান করেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত একটি কমিটি জেলার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪ দফার একটি ঘোষণা তৈরী করে। পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত আরেক সভায় যৌথ ঘোষণাটি ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় এবং সবাই তাতে সই করেন। সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা, বহিস্কৃত সন্ত্রাসীদের কোন দলে না নেয়া, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়কারীদের ধরে পুলিশে সোপর্দ করা, রাজনৈতিক দলের দৈনন্দিন প্রচারকার্যে অন্য কোন দলের প্রতি উস্কানিমূলক বক্তব্য পরিহার, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে এমন বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে বাধা সৃষ্টি না করা ইত্যাদি শর্তযুক্ত উক্ত ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য বরগুনায় সকল রাজনৈতিক, ছাত্র ও যুব সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিয়ে নাগরিক কমিটি গঠন, একটি জনসভার মাধ্যমে জনগণকে শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় প্রণীত যৌথ ঘোষণা জানানো এবং কখনো অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সকল সংগঠনের প্রতিনিধি বসে তা মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রশাসন যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রদানের কথাও উক্ত ঘোষণায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটি দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশ হিসেবে আমাদের প্রধান করণীয় হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া। পাশাপাশি আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আইন-শৃংখলা রক্ষার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হতে বাধ্য। যার ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্বসহ নানা প্রকার সামাজিক প্রতিকূলতা দেখা দেয় এবং গোটা জাতি হতাশায় নিমগ্ন হয়। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই হতাশাজনক। আর এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যে অনেক কারণের মধ্যে প্রধান একটি কারণ হচ্ছে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি। অপরাধ বাড়ছে, বাড়ছে অপরাধীদের দৌরাত্ম্য। সমাজবিরোধীদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতায় নাভিশ্বাস উঠেছে গোটা জাতির। শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে সমাজের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে সন্ত্রাসের কালোছায়া বিস্তার লাভ করেনি। সন্ত্রাসী তৎপরতার মুখে একটার পর একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, হতাহত হচ্ছে অসংখ্য ছাত্র-যুবক। লাঞ্ছিত হচ্ছেন শিক্ষক সমাজ। একই কারণে আজ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ জান-মালের নিরাপত্তার প্রশ্নে অতিশয় উদ্বিগ্ন। সশস্ত্র হামলাকারীদের ভয়ে ঘরে এবং বাইরে কোথাও নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন জীবন-যাপনের উপায় নেই। অবৈধ অস্ত্রধারী মাস্তানরাই আজ খবরদারী করছে সমাজের ওপর। আইন-শৃংখলার প্রতি তোয়াক্কা না করে ঘৃণ্যতম অপরাধ সংঘটনে তারা এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, গোটা সমাজই আজ প্রকৃত অর্থে তাদের হাতে জিম্মি। এই সন্ত্রাসীদের অক্টোপাস থেকে শান্তিকামী নিরীহ মানুষ কিছুতেই যেন নিস্কৃতি পাচ্ছে না। এই সমস্ত অপরাধী তথা সন্ত্রাসী চক্রকে নির্মূল করার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসন বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এখন পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এই ব্যর্থতার দায়ভার তাদের ওপর বর্তালেও সম্পূর্ণভাবে তাদের দায়ী করাটা হয়তো ঠিক হবে না। কেননা, সন্ত্রাসীদের দমনের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তারা কাজ করতে পারছে কি-না এই বিষয়টি এখনও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে হবে এবং আইনের চোখে সবাই সমান-- এই নীতি যে কোন মূল্যে বাস্তবায়িত করতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা মুখে মুখে 'আইনের শাসন' এবং 'আইনের চোখে সবাই সমান' এই নীতিকথাগুলো উচ্চারণ করলেও বাস্তবে তা প্রয়োগ করার মত দৃষ্টান্তের অভাব রয়েছে। আর তাই প্রায়ই দেখা যায়, অপরাধীরা ধরা পড়ার পরেও উপর মহলের বিশেষ কোন সুপারিশে বা অন্য কোন কারণে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। অপরাধীদের ব্যাপারে এ ধরনের পক্ষপাতিত্বকে সব সময় কমবেশী প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে বলেই অপরাধীদের দৌরাত্ম্য আজ ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

এই ভয়াবহ অবস্থার অবসানকল্পে সন্ত্রাস তথা সর্বপ্রকার অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্রিয় তৎপরতা ছাড়াও দল-মত নির্বিশেষে সর্বদলীয় সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই প্রয়োজনীয়তার কথা বিভিন্ন সময়ে সরকার ও বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে উচ্চারিত হলেও বা জাতীয় সংসদে এ নিয়ে আলোচনা হলেও কেন্দ্রীয়ভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারে এ যাবৎ কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। কিন্তু আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করছি রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে সন্ত্রাস দমনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্যোগ না নেয়া হলেও কোন কোন স্থানে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন বরগুনা জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ইতিমধ্যেই সেই উদ্যোগ নিয়েছে। আইন-শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে এই উদ্যোগ যেমন মহৎ তেমনি প্রশংসনীয়। সন্ত্রাস বন্ধের জন্যে যেহেতু সর্বদলীয় সমঝোতা অত্যাবশ্যক, সেহেতু আমরা মনে করি শুধু জেলা বা কেন্দ্রীয় পর্যায়েই নয়, ইউনিয়ন তথা তৃণমূল পর্যায় থেকেও এ ধরনের সর্বদলীয় সন্ত্রাস বিরোধী কমিটি বা নাগরিক কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন উদ্যোগ নিলে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ এ ধরনের গণস্বার্থমুখী সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এদেশের শান্তিপ্রিয় লোকদের যে সমর্থন থাকবে এ ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ।